গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০২.২০১৮- ৪০৪

তারিখ : ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ / ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯

বিষয় : বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, নভেম্বর, ২০১৯-এ অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : সভার কার্যবিবরণী

(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব
ফোন #:+৮৮০ ৪৭১২৪৩৫৯
ই-মেইল : admin3@ssd.gov.bd

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়) :

সুরক্ষা সেবা বিভাগ :

১. অতিরিক্ত সচিব .....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২. যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৩. যুগ্মসচিব (কারা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৪. সচিব-এর একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা; এবং
৫. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার অনুরোধসহ।

বিভাগীয় কমিশনার :

১. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা;
২. বিভাগীয় কমিশনার, চট্রগ্রাম;
৩. বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী;
৪. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা;
৫. বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল;
৬. বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট;
৭. বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর; এবং
৮. বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ।

অধিদপ্তরসমূহ :

১. মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা;
২. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা;
৩. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা; এবং
৪. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান
সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
তারিখ : ২৪ নভেম্বর, ২০১৯
সময় : বেলা ১২.০০ ঘটিকা
স্থান : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে উপস্থাপন করা হলো।

সভাপতি সভার শুরুতে সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। । সভাপতি বলেন, বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ মাঠ পর্যায়ে সরকারের সকল কর্মসূচি ও উন্নয়ন কর্মকান্ড তদারকি ও সমন্বয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন । বিভাগীয় কমিশনারগণের সার্বিক সহযোগিতায় সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তরসমূহের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি সুরক্ষা সেবা বিভাগকে একটি গতিশীল ও কার্যকর সেবামুখী বিভাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান। সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ উপস্থাপন করার জন্য তিনি যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে অনুরোধ করেন।

অতঃপর যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত এ বিভাগের অধীন অধিদপ্তর প্রধান ও বিভাগীয় কমিশনারগণ জনগণকে প্রদত্ত সেবার মানোন্নয়ন ও গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য প্রদান করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

২। **বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়িকরণ:** বিগত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে কোন প্রকার সংশোধন না থাকায় তা গৃহীত হয়।

৩। **দপ্তর/সংস্থাওয়ারি আলোচনা :**

ক. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :

ক্র.	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
ক.	**মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা জোরদারকরণ** **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :** • সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর, ২০১৯-এ ১,৬৪৬টি মাদকবিরোধী সভা/সেমিনার/ওয়ার্কসপ ও ১১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া ১১৮টি মাদকবিরোধী ফিলার প্রদর্শন করা হয়েছে; • মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বলিত ৪০,০০০ ফেস্টুন এবং ২৬,৫০০টি PVC Ambushed Poster প্রস্তুত করে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। • জুলাই, ২০১৯ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৭০টি কারাগারে কারাবন্দিদের মাঝে মাদকবিরোধী গণসচেনতামূলক সভা সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে; • কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পাশে হোটেল ও মোটেল জোন এলাকায় ১টি 'P৩ Full Colour Outdoor LED Display Billboard' স্থাপন করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট** • মৌলভীবাজার জেলাঃ অক্টোবর, ২০১৯-এ ১৮টি স্থানে মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক আলোচনাসভা/পথসভা ও মৌলভীবাজার কালেক্টরেট ভবনের সামনে ২টি বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মৌলভীবাজার জেলায় মোট ২৯৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা	• মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ, সেমিনার, কৌশলগত স্থানে সাইনবোর্ড, LED Billboard স্থাপন ও টিভি-ফিলার প্রদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমিটিগুলো সক্রিয় করা; • মাদকের ক্ষতিকর দিকসমূহের উপর নির্মিত ফেস্টুন, ব্যানার এবং ডিজিটাল বিলবোর্ড বিভাগীয় এলাকার দৃশ্যমান স্থানে স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • প্রত্যেকটি জেলখানার সামনে প্রকাশ্য স্থানে মাদকবিরোধী প্রচারণামূলক	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুভিাগ

হয়েছে।

- বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ২০০টি ডিজিটাল ফেস্টুন স্থাপনসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২টি করে ডিজিটাল ফেস্টুন স্থাপন করা হয়েছে।
- মৌলভীবাজার জেলা কারাগার ও সুনামগঞ্জ জেলা কারাগারের সামনে ১টি কিয়স্ক, ১টি সাইনবোর্ড, ১টি বিলবোর্ড ও ১০টি পোস্টার স্থাপন করা হয়েছে।

বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ :

- ২৪টি এলইডি ডিসপ্লে লাগানো হয়েছে। ২৪৮৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২,৩৫৩ টি মাদকবিরোধী স্কুল কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- অক্টোবর, ২০১৯-এ বিভিন্ন স্কুল-কলেজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৯টি ও অন্যান্য স্থানে ১৭টি মাদকবিরোধী সভা-সেমিনার কার্যক্রম করা হয়েছে।
- ৪টি জেলায় ৪৫০০টি মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বলিত ফেস্টুন জনবহুল এলাকার দৃশ্যমান স্থানে স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বলিত ৪০টি ফেস্টুন বিতরণ করা হয়েছে।

বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম :

ক্র.	কার্যক্রম	পরিসংখ্যান
১.	মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৪৮৩৩টি
২.	মাদক বিরোধী কমিটি গঠন	৪৮১৫টি
৩.	উঠান বৈঠক	৪৬২টি
৪.	মেট্রোপলিটন এলাকা কিয়স্ক স্থাপন	৩টি
৫.	প্রতিটি জেলায় কিয়স্ক স্থাপন	৩টি

বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা :

ক্র.	কার্যক্রম	পরিসংখ্যান
১.	মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৪৮৩৩টি
২.	নড়াইল জেলায় মাদক বিরোধী কমিটি গঠন	২০২টি
৩.	নড়াইল জেলায় উঠান বৈঠক	৪৩টি
৪.	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন	জেলা সদরে ১টি ও গাংনী উপজেলা সদরে ১টি

কার্যক্রম যেমন- সাইনবোর্ড/বিলবোর্ড/ পোস্টারিং/কিয়স্ক/টি ভি ফিলার ইত্যাদি স্থাপন করা।

- কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলা মাদকপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিগণিত হওয়ায় রোহিঙ্গা শিবিরের প্রবেশ পথে/সম্মুখে/সুবিধাজনক স্থানে মাদকবিরোধী সাইন বোর্ড/বিলবোর্ড স্থাপন করা।

খ.	**মাদকমুক্ত উপজেলা ঘোষণাঃ** **ক্র. / বিভাগ / মাদকমুক্ত উপজেলা** **ঢাকা** — **ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ** **খুলনা** — **মাগুরা জেলার ৪টি উপজেলা এবং নড়াইল জেলার ০৩টি উপজেলা** **চট্টগ্রাম** — **নোয়াখালী জেলার কবিরহাট** **রাজশাহী** — **পাবনা জেলার আটঘরিয়া,** **বরিশাল** — **ঝালকাঠি সদর** **রংপুর** — **ঠাকুরগাঁও জেলার ঠাকুরগাঁও সদর** **সিলেট** — **মৌলভীবাজার জেলার জুড়ি** **ময়মনসিংহ** — **শেরপুর জেলার নকলা**	• যে সকল উপজেলাকে মাদকমুক্ত ঘোষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সে সব উপজেলায় এ্যাকশন প্লান অনুযায়ী মাদকবিরোধী প্রচারণামূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ, বিশেষ অভিযান পরিচালনাসহ মাদকাসক্ত রোগীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা;	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান

গ.	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর প্রচার, মোবাইল কোর্ট এবং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা :** **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :** সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর, ২০১৯-এ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার পরিসংখ্যান : **বিভাগীয় কমিশনার সিলেট :** • ২০.১০.১৯ তারিখের জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। • সুনামগঞ্জ জেলাঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৯-এ মাদকবিরোধী ৪১টি অভিযান পরিচালনা করে ১৩টি মামলা দায়েরসহ ১১ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। • **বিভাগীয় কমিশনার রাজশাহী :** বিবেচ্য মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রাজশাহী কর্তৃক ৬৩৯টি অভিযান পরিচালনা করে ২৩২টি মামলায় ৬৬,৬৯,৪০০/- টাকার মালামাল এবং ২৩৭ জনকে আটক করা হয়েছে। • **বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম :** অক্টোবর, ২০১৯-এ ১১২টি অভিযান পরিচালনা করে ৩০৩টি মামলা দায়েরের মাধ্যমে ১,০২,৭০০.০০ টাকা জরিমানা আদায়সহ ২১৯ জনকে অর্থদন্ড, ২৫১ জনকে কারাদন্ড ও ৬২ জনকে উভয়দন্ড প্রদান করা হয়েছে। • **বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ :** অক্টোবর, ২০১৯-এ বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৯টি ও অন্যান্য স্থানে ১৭টি মাদকবিরোধী সভা-সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।	• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সম্পর্কে সভা-সেমিনারের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা; • মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত রাখা; • সকল শ্রেণির সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সময় বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে 'ডোপ টেস্ট' অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে প্রচার করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান

সময়	অভিযান	মামলা	আসামি
আগস্ট, ২০১৯	৬,৪৫৬	১,৯৭৫	২,০৬৩
সেপ্টেম্বর, ২০১৯	১,৯৬৬	৯৬৪	৯৭২
অক্টোবর,২০১৯	১,৯৪৯	৯৫৩	৯৫৯
মোট	১০,৩৭১	৩,৮৯২	৩,৯৯৪

ঘ.	**মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রঃ**	• ২২টি জেলায়-ঢাকা বিভাগে-২টি (শরিয়তপুর, মুন্সীগঞ্জ), চট্টগ্রাম বিভাগে-৫টি (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, লক্ষ্মীপুর ও চাঁদপুর), সিলেট বিভাগে-১টি, (সুনামগঞ্জ), খুলনা বিভাগে-৫টি, (বাগেরহাট, মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল ও মেহেরপুর), বরিশাল বিভাগে-৫টি, (ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা), রংপুর বিভাগে-৫টি, (কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়) এ সকল জেলায় স্থানীয়ভাবে নিরাময় কেন্দ্র চালুর বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রাখা; • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৪টি বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও চট্টগ্রাম) টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পটি গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্নের জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক জেলা প্রশাসকগণকে উপযুক্ত নির্দেশনা প্রদান করা। • লাইসেন্স প্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ মাদকদ্রব্য অনুবিভাগ প্রধান

খ. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	**অগ্নিনিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধে গণসচেতনতা জোরদারকরণ;** **ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :** • ৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ থেকে সপ্তাহব্যাপী সারাদেশে 'ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ' উদযাপন করা হয়েছে। সফলভাবে উদযাপন করার জন্য বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। • এ পর্যন্ত ৪৩হাজার ৮৩২ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। • মৌলভীবাজার : অক্টোবর, ২০১৯ এ ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহড়া এবং জনসচেতনতামূলক ১৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। • সুনামগঞ্জ : বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রতিমাসে ৬০ জন করে মোট ২৪০ জনকে অগ্নি দুর্ঘটনা, উদ্ধার ও প্রাথমিক সেবার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।	• এলাকাভিত্তিক স্কুল-কলেজে অগ্নিনিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিয়মিত মহড়া অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখা; • প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা বৃদ্ধির তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।	মহাপরিচালক/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান
খ.	**দেশের সকল স্তরে অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহির্গমন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ফায়ার ড্রিল এর আয়োজন :** **ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :** • Bangladesh National Building Code-অনুযায়ী ২০১৭-এ থেকে অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত বিদ্যমান ভবনগুলোর মধ্যে ৮,২৯২টি ভবন পরিদর্শনপূর্বক ভবন কর্তৃপক্ষকে অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ ব্যবস্থাদি বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। • ২০০৯ হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহির্গমন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে মোট ১৭,০৯,৯৯২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৫১,৫২৭টি ফায়ার ড্রিল এর আয়োজন করা হয়েছে। ৪৩,৮৩২ জন কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ৩০টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ৩,১৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। • বর্তমানে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে ৬টি টার্ন টেবিল লেডার (TTL), ৬টি এরিয়েল প্লাটফর্ম লেডার (ব্রন্টু ২টি ভীমা ৪টি), মাল্টিপারপাস ভেহিকেল ৪টি এবং ৬টি স্নোরকেল রয়েছে। • **বিভাগীয় কমিশনার ময়মনসিংহ :** জরুরিভিত্তিতে বহুতল ভবনের উপযোগী উচ্চতাবিশিষ্ট মই সরবরাহ করা প্রয়োজন। সপ্তাহে ২/৩ টি অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহির্গমন, প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে ৪০,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ২,৭০০টি ফায়ার ড্রিলের আয়োজন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন এনজিও অর্থায়নে ১৪৫০ জন স্থানীয় ভলান্টিয়ারদের প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।	• 'দেশে বহুতল ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে 'Bangladesh National Building Code'-এর যথাযথ অনুসরণ এবং উহার প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার আবশ্যকতা রহিয়াছে। দেশে জলাশয়, পুকুর, প্রভৃতি ভরাট করিয়া অপরিকল্পিতভাবে ভবন নির্মাণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রায়শই বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি বিবেচনা করিয়া নকশা প্রণয়ন করা হয় না। ভবনে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে বাধ্যবাধকতা থাকিলেও ইহার কার্যকারিতা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ করা হয় না। ইহা ছাড়া এই বিষয়ে প্রশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যাও অপ্রতুল। অগ্নিদুর্ঘটনা প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করাও আবশ্যক। এই লক্ষ্যে দেশের সকল স্তরে অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহির্গমন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ফায়ার ড্রিল এর আয়োজন করা।' মন্ত্রিসভা বৈঠকের এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা; • 'ভবনের নকশা অনুমোদনকালে প্রদত্ত শর্তাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করিয়া ভবন নির্মিত হইতেছে কিনা তাহা পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। ভবন নির্মিত হইবার পর ভবনটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথ কিনা এবং ভবনটি যথাযথ আইন/বিধি অনুসারে নির্মিত হইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিত হইয়া বসবাসযোগ্যতার সনদ বা (Occupancy Certificate) প্রদানের পরই ইউটিলিটি সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রতিটি ভবনে বিশেষ করিয়া বহুতল ভবনের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা যথাযথ মানসম্পন্ন কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া প্রতিবৎসর অগ্নিনিরাপত্তা সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করা যায়	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান

<table>
<tr><td></td><td></td><td>কিনা তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।' মন্ত্রিসভা বৈঠকের এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা;
• 'অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাপনায় আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি (বহুতল ভবনের উপযোগী উচ্চতাবিশিষ্ট মই জাম্বু কুশন ইত্যাদি) ব্যবহারের লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।' মন্ত্রিসভা বৈঠকের এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা।</td><td></td></tr>
<tr><td>গ.</td><td>জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা;
<table>
<tr><th>জেলার নাম</th><th>মামলা নং</th><th>কোর্টের নাম</th></tr>
<tr><td>নবাবগঞ্জ, ঢাকা</td><td>রিট পিটিশন নং-৭৩২৭/৭৩২৮/১০</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>নকলা, শেরপুর</td><td>মামলা নং-১৪/২০০৬)</td><td>জেলা জজকোর্ট, শেরপুর</td></tr>
<tr><td>পতেঙ্গা, চট্রগ্রাম</td><td>রিট পিটিশন নং-১১৮৪৪/২০১৩</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>দেবিদ্বার, কুমিল্লা</td><td>রিট পিটিশন মামলা নং ৮৬৫০</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>লাঙ্গালকোট, কুমিল্লা</td><td>রিট পিটিশন নং-৯৯৫/২০১৩</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>পাইকগাছা, খুলনা</td><td>পিটিশন নং-৭০৫৮/২০১৩</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে রিট</td></tr>
</table></td><td>• সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি/বিকল্প জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম অগ্রাধিকারভিত্তিতে সম্পন্ন করা।</td><td>মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান</td></tr>
<tr><td>ঘ.</td><td>ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ;
<table>
<tr><th>জেলার নাম</th><th>ফায়ার স্টেশনের নাম</th></tr>
<tr><td>১.নারায়ণঞ্জ</td><td>৪টি-সিদ্ধিরগঞ্জ, রূপগঞ্জ, পাগলা স্থলকাম নদী ও কাঁচপুর,</td></tr>
<tr><td>২. গাজীপুর</td><td>৩টি-কোনাবাড়ী চৌরাস্তা, রাজেন্দ্রপুর, সারাবো (কাশিমপুর)</td></tr>
<tr><td>৩.চট্টগ্রাম</td><td>২টি-ভাটিয়ারী ও হালিশহর</td></tr>
<tr><td>৪.নোয়াখালী</td><td>১টি-সেনবাগ</td></tr>
<tr><td>৫.কুমিল্লা</td><td>২টি-দেবিদ্বার ও ব্রাহ্মণপাড়া</td></tr>
<tr><td>৬.খুলনা</td><td>২টি-তেরখাদা ও কয়রা</td></tr>
<tr><td>৭.বরিশাল</td><td>জেলায় ১টি-আগৈলঝাড়া</td></tr>
<tr><td>৮.পটুয়াখালী</td><td>১টি-দুমকি</td></tr>
<tr><td>৯.সিলেট</td><td>১টি-গোয়াইনঘাট</td></tr>
<tr><td>১০.হবিগঞ্জ</td><td>১টি-আজমেরীগঞ্জ স্থল কাম নদী</td></tr>
</table>
বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের অধীন ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য জেলা প্রশাসকগণের নিকট প্রেরিত
<u>জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের তালিকা :</u>
<table>
<tr><td>১.</td><td>ঢাকা মোট-৭টি</td><td>নারায়ণগঞ্জ-৪টি</td><td>সিদ্ধিরগঞ্জ, রূপগঞ্জ,পাগলা স্থলকাম নদী,কাচপুর</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>গাজীপুর-৩টি</td><td>কোনাবাড়ী চৌরাস্তা, রাজেন্দ্রপুর, সারাবো (কাশিমপুর)</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>চট্টগ্রাম</td><td>চট্টগ্রাম ২টি</td><td>ভাটিয়ারী, হালিশহর</td></tr>
</table></td><td>• ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত যথোপযুক্ত স্থান নির্বাচনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করার জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা;
• টেবিল 'ঘ'-এ বর্ণিত ফায়ার স্টেশনসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।</td><td>মহাপরিচালক,ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান</td></tr>
</table>

		মোট-৫টি	নোয়াখালী - ১টি	সেনবাগ		
			কুমিল্লা ২টি	দেবিদ্বার,ব্রাম্মণপাড়া		
	৩.	খুলনা মোট-২টি	খুলনা-২টি	তেরখাদা, কয়রা		
	৪.	বরিশাল মোট-২টি	বরিশাল ১টি	আগৈলঝাড়া		
			পটুয়াখালী - ১টি	দুমকি		
	৫.	সিলেট মোট-১টি	হবিগঞ্জ ১টি	গোয়াইনঘাট		
ঙ.	**স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন স্থাপন;** ● গ্যাপ এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টার সমূহে ফায়ার স্টেশন চালুর লক্ষ্যে দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫০টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প এবং দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে (ঢাকা বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।			● ময়মনসিংহ বিভাগে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য ৪টি জেলায় স্থান নির্বাচন করা হয়েছে; ১.স্টেশন রোড, ময়মনসিংহ ২. চড়পাড়া, ময়মনসিংহ ৩. আঠারবাড়ী, ঈশ্বরগঞ্জ ৪. কালিবাড়ি, মুক্তাগাছা ৫. পারলা বাসস্টেন্ড, নেত্রকোণা ৬. শ্যামগঞ্জ বাজার, নেত্রকোণা ৭. মিলন বাজার, মদন ৮. আদর্শ নগর (চেচড়াখালী), মোহনগঞ্জ ৯. বাইপাস মোড়, জামালপুর ১০. দিকপাইক সদর, জামালপুর ১১. ঝগড়ারচর বাজার, শেরপুর-এ স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা ; ● ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নেই অথচ স্টেশন প্রয়োজন এমন এলাকায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা;	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর / বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান

গ কারা অধিদপ্তর :

ক্র.	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
ক.	**কারাগার পরিদর্শন** ● বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক অক্টোবর, ২০১৯-এ ৬২টি কারাগার পরিদর্শন করা হয়েছে।	● নিয়মিত কারাগার পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।	কারা মহাপরিদর্শক/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)
গ.	**কারাবন্দিদের হাসপাতালে অবস্থান :** ● ১লা অক্টোবর ২০১৯-এ কারাগারে আটক বন্দির সংখ্যা ৯৮,২৪৯ জন। তন্মধ্যে কারাগারের বাহির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কয়েদি/হাজতী বন্দিদের অক্টোবর ২০১৯ মাসের ২য় পাক্ষিক অনুসারে ৮৫ জন বন্দি চিকিৎসাধীন রয়েছে। ● কারা মহাপরিদর্শক সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জনকে সঙ্গে নিয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৯ এ কক্সবাজার জেলা কারাগার ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি হাসপাতালে ভর্তিরত বন্দিদের খোঁজখরব নেন।	● দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তিকৃত কারাবন্দিদের পাক্ষিক প্রতিবেদন কারাগার পরিদর্শনকালে যাচাইকরণের সুবিধার্থে প্রতি মাসে কারা অনুবিভাগ কর্তৃক সকল বিভাগীয় কমিশনারকে গোপনীয়ভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা; ● সিভিল সার্জনকে সংগে নিয়ে কারাগার আকস্মিক ভিজিট অব্যাহত রাখা; পরিদর্শনের সময় সিভিল সার্জন এর সহায়তায় দৈবচয়ন পদ্ধতিতে কারাভ্যন্তরে এবং কারাগারের বাইরের হাসপাতালে ভর্তিকৃত কারাবন্দিদের শারিরীক অবস্থার খোঁজ-খবর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার যৌক্তিকতা যাচাই কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ কারা অনুবিভাগ প্রধান

ঘ.	**কারাভ্যন্তরে রিকভারি এডিক্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন করা :** • ৬৮টি কারাগারের মধ্যে ৫৯টি কারাগারে মাদকাসক্ত নিরাময় ইউনিট চালু করা হয়েছে।	• মাদকাসক্ত বন্দিদের মাঝে মাদকের চাহিদা হ্রাসকল্পে/নিরাময়ের জন্য কারাভ্যন্তরে রিকভারি এডিক্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন অব্যাহত রাখা;	কারা মহাপরিদর্শক /কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঙ.	**কারাগারে ডাবল ফেইস লাইন সংযোগ স্থাপন;** • ২০টি কারাগারে ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ লাইন লাগানো হয়েছে। আরও ১৭টি কারাগারে ডাবল ফেইজ লাইন চালু করার জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। কার্যক্রম চলমান আছে। অপর ৩১টি কারাগারে শীঘ্রই ডাবল ফেইজ লাগানোর জন্য ব্যবস্থা করা হবে।	• অবশিষ্ট কারাগারসমূহে ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ দেয়ার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	কারা মহাপরিদর্শক/ কারা অনুবিভাগ প্রধান
চ.	**কারাগারের জন্য জমি অধিগ্রহণ :** • খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের প্রস্তাবিত ১১.৫৪ একর জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের প্রস্তাব প্রয়োজনীয় সকল নথিপত্রসহ জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি বরাবরে দাখিল করা হয়। খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের প্রস্তাবিত ১১.৫৪ একর জমি কারাগারের অনুকূলে স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য চলমান বন্দোবস্তী মামলা নং-০৪/সদর/১৫ এর ব্যাপারে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খাগড়াছড়ি কারা কর্তৃপক্ষ ১৮.১১.২০১৮ তারিখ পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করেছেন।	• খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের প্রস্তাবিত ১১.৫৪ একর জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য চলমান বন্দোবস্তী মামলার ব্যাপারে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ রাখা। • মৌলভীবাজার জেলা কারাগারের জন্য ৩.০৩ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজারকে বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।	বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট/কারা মহাপরিদর্শক/কারা অনুবিভাগ প্রধান
চ.	**কারাগারের খাদ্যের মান তদারকিকরণ:** • **বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা :** এ বিভাগের সকল জেলা প্রশাসককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নির্দেশনা মোতাবেক কারাগারের খাদ্যের মান নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে । **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট :** সুনামগঞ্জ : বন্দিদের খাদ্যের গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত তদারকি করা হয় এবং "ত্রৈমাসিক" সভার মাধ্যমে মনিটরিং করা হয়। বর্তমানে সুনামগঞ্জ জেলা কারাগারে সকালের নাস্তায় কয়েদি প্রতিজন ১২০ গ্রাম আটা এবং হাজতি প্রতিজন ৯০ গ্রাম আটার রুটি ও প্রত্যেক বন্দিকে ১৫০ গ্রাম সবজি সপ্তাহে ৪দিন, ২দিন খিছুড়ী ও ১দিন হালুয়া ও রুটি প্রদান করা হয়।	• নিয়মিত মনিটরিং করা	বিভাগীয় কমিশনার /কারা মহাপরিদর্শক/কারা অনুবিভাগ প্রধান
ছ.	**কারাগারের নামে অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন:** • ২৪টি কারাগারের মধ্যে নড়াইল, মেহেরপুর,সুনামগঞ্জ ও গাজীপুর এর জমি কারাগারের নামে রেকর্ডভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া মাদারীপুর, শরীয়তপুর, চাঁদপুর মৌলভীবাজার ও রাজশাহী কারাগারের জমির বিষয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৫টি কারাগারের অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড স্থানীয় জেলা প্রশাসক ও গণপূর্ত বিভাগের নামের পরিবর্তে কারাগারের নামে রেকর্ড সংশোধন করা প্রয়োজন। • সুনামগঞ্জ, গাজীপুর, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া ও নড়াইল কারাগারের জমি কারাগারের নামে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে।	• কারাগারের নামে অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন এর জন্য সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত দেওয়ানী মামলাসমূহ জেলা প্রশাসক কর্তৃক তদারকিপূর্বক সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা; • ৪টি (মাদারীপুর, মৌলভীবাজার, চাঁদপুর ও রাজশাহী) কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের বিষয়ে দেওয়ানি মামলা দায়ের সম্পন্ন হয়েছে। শরীয়তপুর জেলা কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের গেজেট জারির অপেক্ষায় রয়েছে। এসকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম/কারা অনুবিভাগ প্রধান

জ.	**অবৈধভাবে দখলকৃত কারাগারের জমি উদ্ধার;** **কারা অধিদপ্তর :** • বগুড়া কারাগারের জমির দখলদার উচ্ছেদ করার জন্য জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় স্থানীয় গণ্যমান্য ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ জেল সুপার-এর সাথে সালিশ মিমাংসা হয়। মন্দিরের ১৫ শতাংশ জমি ব্যতিরেকে অবশিষ্ট জমি কারা কর্তৃপক্ষর দখলে আছে। • নোয়াখালী জেলা কারাগারের জমি সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। • **বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী :** চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগারের চারপাশে আরসিসি সীমানা প্রাচীর নির্মাণকাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। • **বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম :** সীমানা নির্ধারণপূর্বক সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করতে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। • **বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর** রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের ০.৪১ একর জমি রংপুর সেনানিবাস কর্তৃক এবং ০.৫৯ একর জমি রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	• চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগারের আরপি গেইট সংলগ্ন সীমানা প্রাচীর সংক্রান্তে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ আদালতে মামলা, শরীয়তপুর জেলা কারাগারের ৩০০ ফুট সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সংক্রান্তে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে দায়েরকৃত লিভ টু আপিল মামলা, ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারের জমি সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করণের সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা; • সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের ৮৮ শতাংশ জমি পৌর বিপনী মার্কেট এবং ৩.৬১৮৮ একর এর পুকুর (ধোপাদীঘি) সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক লীজ দেওয়ায় কারা কর্তৃপক্ষের বেদখলে থাকা জমি উচ্ছেদ সংক্রান্তে মহামান্য হাই কোর্টে রীট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • নোয়াখালী জেলা কারাগারের জমি দখল রোধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঝ.	**এল এ সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ;** • মুন্সীগঞ্জ জেলা কারাগারের কয়েক শতাংশ জমির মালিকানা সংক্রান্তে স্থানীয় আদালতে দায়েরকৃত মামলা নম্বর-৫০৬/২০০৮ চলমান রয়েছে। • মাদারীপুর কারাগারের ৬ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য এল এ প্রাক্কলন মোতাবেক সম্পূর্ণ অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসক কর্তৃক জমি কারা কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। অধিগ্রহণকৃত জমি কারাগারের নামে নামজারির কার্যক্রম চলছে।	• মুন্সীগঞ্জ জেলা কারাগারের জমির মালিকানা সংক্রান্তে দায়েরকৃত মামলা নম্বর-৫০৬/২০০৮ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঞ.	**কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাসকরণ;**	• কাস্টুডি ওয়ারেন্টে Risk Level উল্লেখপূর্বক কোর্ট ইন্সপেক্টরগণের সহযোগিতায় কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাস কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • যে সকল জঙ্গি চাঞ্চল্যকর মামলায় কারাগারে বন্দি আছে তাদেরকে বিভিন্ন সেলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখার ব্যবস্থাসহ নিয়মিত নজরদারি অব্যাহত রাখা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ কারা অনুবিভাগ প্রধান

ট.	**গাড়ি রিকুইজিশনের আওতাবহির্ভূত রাখা**	• কারা বিভাগের গাড়ি রিকুইজিশনের আওতাবহির্ভূত রাখার জন্য বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার
ঠ.	**কারা বন্দিদের চিকিৎসা সেবা প্রদান** • বাংলাদেশে কারাগারের বন্দিদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য মাত্র ৯(নয়) জন দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক রয়েছে। যাদের সংখ্যা মোট বন্দিদের তুলনায় অপ্রতুল। তাই বিশেষ প্রয়োজনে কারাবন্দিদের চিকিৎসাকল্পে সিভিল সার্জন কর্তৃক কোন ডাক্তারকে কারাগারের বন্দিদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য নিয়োজিত	• কারা বন্দিদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য চিকিৎসকের স্বল্পতা হেতু কোন কারাবন্দির চিকিৎসা প্রদানে যেন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সে জন্য জরুরি চিকিৎসা প্রদানে হাসপাতালসমূহে কর্মরত ডাক্তারগণের মধ্য হতে কারাগারের জন্য ডাক্তার সুনির্দিষ্ট করে দেয়া।	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার
ড	**কারাগারের উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রচারণা** **কারা অধিদপ্তর :** ২০০৯ সাল হতে বর্তমান অবধি কারাগারে যে সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে সে সকল কার্যক্রমের বর্ণনা তুলে ধরার জন্য পরীক্ষা মূলকভাবে কারা অধিদপ্তরে ৯৬ স্কয়ার ফিট ২টি এলইডি ডিসপ্লে স্থাপন করা হয়েছে এবং উন্নয়ন কযক্রম প্রদর্শন করা হচ্ছে।	• ২০০৯ সাল হতে বর্তমান অবধি কারাগারে যে সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে সে সকল কার্যক্রমের বর্ণনা তুলেধরে কারাগারসমূহের সম্মুখে বিলবোর্ড স্থাপন করা;	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার
ঢ	**কারাগার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ :** • ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা কারাগারের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিরলক্ষ্যে ১০০ জন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন বন্দি ব্যারাক নির্মাণ কাজ চলমান আছে।	• ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কার্যক্রমের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিদর্শন করা এবং বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক তা নিয়মিত তত্ত্বাবধান করা;	
ণ.	• **নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারের ন্যায় অন্যান্য কারাগারেও অনুরূপ উৎপাদনমুখি কার্যক্রম চালুকরণ** • **কারা অধিদপ্তর :** নারায়নগঞ্জ জেলা কারাগারে স্থাপিত রিজিলিয়ান্স' নামক গার্মেন্টস কারখানা ও জামদানি উৎপাদন কেন্দ্রের অনুরূপ অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ গার্মেন্টস কারখানার সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক দেশের অন্যান্য কেন্দ্রীয় এবং জেলা কারাগারে স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	• কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে 'রিজিলিয়ান্স-নারায়ণগঞ্জ জেলা কারা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ও জামদানি উৎপাদন কেন্দ্র' এর অনুরূপ অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ ইন্ডাস্ট্রি নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক উদ্যোগ গ্রহণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক/ বিভাগীয় কমিশনার

ঘ. ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	**দালাল কর্তৃক পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের হয়রানি বন্ধকরণ:**	• পাসপোর্ট অফিসের আশেপাশে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও দালাল দ্বারা সেবা গ্রহীতার হয়রানি বন্ধ করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)
খ.	**পাসপোর্ট প্রাপ্তির আবেদন:**	• পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের পুলিশ প্রতিবেদন অনলাইনে প্রাপ্তির বিষয়টি জেলা আইন-শৃংখলা কমিটির সভায় এজেন্ডভুক্ত করে আলোচনা করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • Special Branch কর্তৃক সম্পাদিত পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের প্রতিবেদন দ্রুত পাওয়ার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা; • মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকগণ যেন বাংলাদেশি পাসপোর্ট না পায় সে জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল

গ.	**পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ:** • ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পে ১৭টি জেলার মধ্যে ১৩টি জেলায় (ঝিনাইদহ, মাগুড়া, রাজবাড়ী, সাতক্ষীরা, বরগুনা, চাপাইঁনাবাবগঞ্জ, ভোলা, লক্ষীপুর, জামালপুর, নওগাঁ, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ ও মাদারীপুর) পাসপোর্ট অফিস নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০(দশ)টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস (ঝিনাইদহ, চাপাইঁনাবাবগঞ্জ, ভোলা, মাগুড়া, লক্ষীপুর, নওগাঁ, রাজবাড়ী, বরগুনা, সাতক্ষীরা ও জামালপুর) শুভ উদ্বোধন করেছেন। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস বাগেরহাট ও শরিয়তপুরের নির্মাণকাজ শেষ পর্যায়ে। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নারায়ণগঞ্জ এর সমস্ত ভবনের ফিনিশিং এর কাজ চলমান ছিল। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস গাজীপুরের মাটি ভরাট কাজ শেষ হয়েছে। পাইলিং, কাষ্টিং এর কাজ চলছে, হাইকোর্টের নির্দেশে কাজ বন্ধ আছে এবং ১৯.০৯.১৯ তারিখে মামলার শুনানী পর্যায়ে আছে। • ৫টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস (খাগড়াছড়ি, পিরোজপুর, শেরপুর, ঝালকাঠি ও লালমনিরহাট)-এর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ২টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস (পঞ্চগড় ও বান্দরবান)-এর জমি অধিগ্রহণের মূল্য নির্ধারনের কাজ চলছে। এছাড়া ৯টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অগ্রগতি নিম্নরুপ: **আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নড়াইল :** এল,এ, কেস নং ৩/২০১৮-২০১৯১৯, যা চুড়ান্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। তবে জমির মালিক ভূমি অধিগ্রহণে আপত্তি করেছেন। ১৩.১১.২০১৯ তারিখে আদেশের শুনানীর দিন ধার্য ছিল। **আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নীলফামারী :** ভুমি অধিগ্রহণের ৭ ধারা নোটিশ জারি প্রক্রিয়াধীন আছে। **আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ঠাকুরগাঁও :** জমির মালিক জমি না দেওয়ার জন্য আপত্তি করেছেন এবং সরকারি খাস জমি নির্বাচন করে কাগজ পত্র সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	• ১৭টি জেলায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে চলমান ৭টি পাসপোর্ট অফিসের কাজ গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে বিভাগীয় জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন/তদারকি অব্যাহত রাখতে বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা। বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের দপ্তর পরিদর্শনকালে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর অফিস চলমান ১৭টি পাসপোর্ট প্রকল্পের আওতায় নির্মিয়মান অবশিষ্ট ৭টি পাসপোর্ট অফিসের কাজ পরিদর্শন করা। • আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নড়াইলের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা দ্রুত নিরসনপূর্বক নির্মাণকাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্নের জন্য জেলা প্রশাসক, নড়াইলকে বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা কর্তৃক যথাপোযুক্ত নির্দেশনা প্রদান করা; • আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, চুয়াডাঙ্গা প্রয়োজনীয় জমির মালিকানা হস্তান্তরের ব্যাপারে যথাপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গাকে বিভাগীয়, কমিশনার খুলনা কর্তৃক নির্দেশনা উপর্যুক্ত প্রদান করা; • আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, মেহেরপুরের জন্য নতুন জমি খুজে জমির কাগজপত্র প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক মেহেরপুরকে বিভাগীয় কমিশনার খুলনা কর্তৃক যথাপোযুক্ত নির্দেশনা প্রদান করা; • আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নাটোরের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি বরাদ্দ বিষেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী কর্তৃক জেলা প্রশাসক, নাটোরকে নির্দেশনা প্রদান করা; • আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, জয়পুরহাটের জন্য নতুন জমির প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ কল্পে জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাটকে বিভাগীয়, কমিশনার রাজশাহী কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা; • আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাইবান্ধার জন্য জমির মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধাকে বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা; • সুবিধাজনক জায়গায় কুড়িগ্রাম জেলায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি/বিকল্প জমি অধিগ্রহণে জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রামকে নির্দেশনা প্রদান করা; • আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নীলফামারীর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য জেলা প্রশাসক, নীলফামারীকে বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা; • আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ঠাকুরগাঁও এর জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করার জন্য বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর কর্তৃক জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁওকে নির্দেশনা প্রদান করা	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ নিরাপত্তা ও ইমিগ্রেশন অনুবিভাগ প্রধান

ঘ.	• **মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকদের নিবন্ধন :** • বর্তমানে ২টি সাব-স্টেশন চালু রয়েছে। এখানে রোহিঙ্গা ব্যাম্পে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের রেজিস্ট্রেশন করা হয়। এছাড়া নিবন্ধনে বাদ পড়া পূর্বের রোহিঙ্গা নাগরিকের রেজিস্ট্রেশন এখান থেকে করা হচ্ছে;	• মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিক যাতে ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • মিয়ানমার হতে আগত রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীগণের ক্যাম্পে মাদকবিরোধী কার্যক্রম প্রতিহত করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল) /নিরাপত্তা ও ইমিগ্রেশন অনুবিভাগ প্রধান

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মো: শহিদুজ্জামান)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।